শ্রবণ করিলে বিষয়ের অসারতা জ্ঞান এবং তাহা হইতে বিষয়ে বৈরাগ্য উদয় হইবে—এই বলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের চরিত্র বর্ণন করিয়াছি অর্থাৎ যে সকল মহাধীরাজগণ একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিষয়ে আসক্তিজন্য অশান্তিই লাভ করিয়া এবং অবশেষে যে দেহের দ্বারা বিষয় ভোগ করিবে, সেই পর্য্যন্ত পাত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া মানবের বিষয়াসক্তি নিবৃত্তি হইবে—এই উদ্দেশ্যেই রাজবংশের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছি। এ সমুদয়ই বাক্‌বিলাসমাত্র, কিন্তু পরমার্থযুক্তবাক্য নয়। এই কথার উপরে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের জিজ্ঞাসা এই যে—তাহা হইলে পরমার্থ কি? তাহারই উত্তরে বলিলেন যে জন শ্রীকৃষ্ণে অমলা ভক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে জন প্রত্যহ এবং প্রতিক্ষণ উত্তমশ্লোক গুণানুবাদই শ্রবণ করিবে; যাহা শ্রবণ করিলে প্রতিক্ষণে নিখিল অমঙ্গল বিনাশ করিয়া থাকে। শ্রীহরি কথা, গান ও শ্রবণই মানবমাত্রের উপাদেয় পরমার্থবস্তু। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—রাজবংশ বর্ণন প্রসঙ্গের মধ্যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভগবৎচরিত্রকথাও বর্ণিত হইয়াছেন, সেই ভগবৎচরিত্র যে অপরমার্থিক নয়, তাহাই নিরসন করা হইয়াছে। অতএব যদ্যাপি ১।১।৩ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগ-বতকথা প্রসঙ্গে বেদরূপ কল্পতরুর রসময়ফলরূপে বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতীর সমস্ত প্রসঙ্গেরই রসরূপত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তথাপি কোনও কোনও প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ ভক্তিময় শান্তদাস্য প্রভৃতি রসময়ত্ব কোনও কোনও প্রসঙ্গ শান্ত-দাস্যাদি ভক্তিরসের উপকরণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এইপ্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতের সকল প্রসঙ্গেই রসরূপত্ব সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে। এই শান্তাদি ভক্তিরসের মধ্যেও কিন্তু তারতম্য আছে। মূল শ্লোকে উল্লিখিত হরিগুণ শব্দের অর্থ কারুণ্য বুঝিতে হইবে। ভগবৎ গুণকীর্ত্তনের স্বভাবই এই যে—যে জন কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, তাহার হৃদয় আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং শ্রীভগবানে অনুরাগ জন্মায়। তাই শ্রীভগবদ্‌গীতাতেও দেখা যায়—"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।" হে হৃষীকেশ! তোমার গুণকীর্ত্তন দ্বারা জগৎবাসী সকলেই আনন্দিত এবং তোমাতে অনুরক্ত হয়—ইহা যুক্তিযুক্ত। যেমন শ্রীভগবানের গুণশ্রবণ পরম কল্যাণপ্রদ এবং শ্রীভগবানে অনুরাগের জনক, তেমনই মহাভাগবতগণের গুণকীর্ত্তনেও শ্রীভগবানে অনুরাগ এবং বিষয়বৈরাগ্য প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে ১।১৬।৬ শ্রীশৌনক শ্রীসূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—হে মহাভাগ! যদি কৃষ্ণকথাশ্রয় প্রসঙ্গ হয়, তবে সেই প্রসঙ্গই করুন অথবা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলমকরন্দপায়ী ভক্তজনের কথা যাহাতে আছে, সেই প্রসঙ্গ বর্ণন করুন।